এ, কে, ডি প্রোডাক্‌সনের
নিবেদন

হ্যাঁ

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও তত্ত্বাবধানে : **অমর দত্ত**

পরিচালনা : **ললিত চক্রবর্ত্তী** ● সঙ্গীত পরিচালনা : **রবীন মজুমদার**

সংলাপ : **অজিত সরকার** ● অতিরিক্ত সংলাপ : **অজিত দত্ত**

গীতিকার : **চারু মুখার্জ্জি, গৌরী প্রসন্ন মজুমদার**

চিত্রশিল্পী : দিব্যেন্দু ঘোষ শব্দযন্ত্রী : সত্য ব্যানার্জ্জী

পরিস্ফুটন : জগবন্ধু বোস সম্পাদনা : দেবীদাস গাঙ্গুলী

আলোক সম্পাতে : বিমল দাস রূপসজ্জায় : সুধীর দত্ত

সাজ-সজ্জায় : সন্তোষ নাথ নৃত্য পরিচালনায় : লক্ষ্মী রায়

ব্যবস্থাপনায় : দানী মিত্র অর্কেষ্ট্রা : এইচ, এম, ভি

স্থিরচিত্রে : সমর ব্যানার্জ্জী

সৌজন্যে

বিশ্বনাথ দত্ত অজিত নাগ

* চরিত্রে *

রবীন মজুমদার ★ বিজন ভট্টাচার্য্য ★ পশুপতি কুণ্ডু ★ শম্ভু মুখার্জ্জী
কালী গুহ ★ কমল দে ★ গীতা সিং ★ বনানী চৌধুরী
অমিতা বোস ★ সন্ধ্যা দেবী ★ রাজলক্ষ্মী ★ লক্ষ্মী রায়

রবীন, ঘোষ, বিনয় মিত্র, মঞ্জু, সুবোধ প্রভৃতি

ইষ্টার্ন টকীজ ষ্টুডিওতে গৃহীত ও পরিস্ফুটিত

পরিবেশক
আফ্রো পিকচার্স

১২৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—১৪

গল্প

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তৃপ্তি মনের আনন্দে গান গাইছে কারণ আর একটু পরেই সমর আসবে সুখবর নিয়ে যে তার বাবা এ বিয়েতে মত দিয়েছেন। কিন্তু যখন সমরের মুখে শুনলে যে তার বাবা তৃপ্তির মত একজন অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়েকে ঘরের বৌ করতে নারাজ—সে ধাক্কা সে সহ্য করতে পারলে না। যে বান্ধবীর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল তাকে একটা ছোট চিঠি লিখে অজানা পথে বেরিয়ে পড়ল।

সমর তৃপ্তিকে সত্যিই ভাল-বেসেছিল তাই যেন সংসারের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে হঠাৎ তার এক বন্ধু নেপালের

বোন মালতীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল। মালতী যখন ছোট্ট মেয়ে তখন তাকে গাড়ী চাপা-পড়া থেকে বাঁচাতে গিয়ে নেপালের একটা পা খোঁড়া হয়ে গেছল। পঙ্গু নেপাল তাই এ সংসারে অচল। মদ ধরেছিল দুঃখ আর দারিদ্র্যকে ভোলবার জন্যে। সমরের মুখে এ প্রস্তাব শুনে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতের কাছে পেল। মালতী কিন্তু একটা সর্ত্তে বিয়ে করতে রাজী হ'ল—যদি তার দাদা তার বিয়ের পর মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়। নেপাল সে প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু রাখতে পারে না। তাই নিজের জীবনে তার ধিক্কার আসে এবং মালতীর বিয়ের দুদিন পরেই অজানা পথে যাত্রা করে।

নতুন সংসারে এসে মালতী সবেমাত্র একটু গুছিয়ে বসেছে এমন সময় হঠাৎ সমরের চাকরীটা যায়। ভাগ্যক্রমে মালতী একটা চাকরী জোগাড় করে নিয়ে আসন্ন বিপদ থেকে তাদের সংসারকে বাঁচায়। কিন্তু এ শান্তি বেশীদিন স্থায়ী হ'ল না। মালতী অফিস থেকে আজকাল প্রায়ই দেরী করে ফেরে। তাছাড়া অফিসের এক সহকর্ম্মী দীপ্তি তার স্বামী অসুস্থ বলে তাকে নিজের মাইনের টাকা থেকে ধার দিয়ে সাহায্য করে। কতগুলি ঘটনার পর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্বন্ধটা ক্রমশঃ দূর থেকে আরও দূরে সরে যায়। শেষে একদিন সমর মালতীর অফিস যাওয়া বন্ধ করে দিল।

মালতী স্বামীকে অনেক অনুরোধ করে অন্ততঃ আজকের দিনটা আমায় অফিসে যেতে দাও, আমি দীপ্তিকে কথা দিয়েছি নইলে সে বড় বিপদে পড়বে। কিন্তু সমর স্থির করেছে খেতে না পায় সেও ভাল সংসারে সে শান্তি ফিরিয়ে আনবেই তাই মালতীর অফিস যাওয়া চলবে না।

ইতিমধ্যে মালতীর অফিসের Manager একজন Police Officerকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী এসে হাজির। অফিসের সিন্ধুক থেকে নাকি কিছু টাকা চুরি গেছে এবং যা প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে দীপ্তি দেবী-ই এ কাজ করেছেন বলে সন্দেহ হয় এবং মালতীও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সমর ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে ওঠে, কিন্তু মালতী ধীরভাবে বলে যদি বিশ্বাসের মর্য্যাদা সে রাখতে পারে তবেই সে ফিরবে এই বলে Police Officer এর সঙ্গে দীপ্তির বাড়ী যায়। সমর মালতীকে অনুসরণ করে। কিন্তু দীপ্তির বাড়ী পৌছে কি দ্যাখে তারা! তারা কল্পনাও করতে পারেনি এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য তাদের দেখতে হবে !!

গান

(১)

যদি পরিচয় নাহি রয়
প্রেম যে তো মিছে নয়
এত যায় না বলা
যায় না বলা
যায় না যায় না বলা যায় না
এত যায় না যায় না বলা যায় না।
এর নাইকো ভাষা শুধু আছে আশা
জাগিয়ে রাখে দূরে মরু পিয়াসা
অনুরাগে ভাল লাগে
এই তৃষায় জ্বলা
এতো যায় না বলা।
যেন মলয় আসে রাঙ্গা মধুমাসে
কাঁপে পলাশ কলি
হায় কখন এসে শুধু ভালবেসে
তারে ফুটাবে অলি
আমি তারই মত আশা লয়ে শত
সেই কাল গুণে চলি অবিরত
অনুরাগে ভাল লাগে
এই পথ চলা
এতো যায় না বলা
যায় না যায় না বলা যায় না

তৃপ্তির গান : গেয়েছেন—আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

আমি যখন আছি তোমার পাশে
তবে কেন, তবে কেন তোমার চোখে
ব্যাথায় গো জল আসে।
মুছিয়ে দিয়ে চোখেরই জল
এঁকে দেবো আশার কাজল
হৃদয়খানি, (আমি) হৃদয়খানি রাঙ্গিয়ে দেবো
কাজের অবকাশে।
চলার পথে, চলার পথে রব আমি
তোমার সাথে সাথে
হাতখানি গো লয়ে হাতে
চলবো আঁধার রাতে।
বাঁধবো আবার নূতন করে
সুর খানিরে বীনার 'পরে
ভরিয়ে দেবো আমি ভরিয়ে দেবো
জীবন সুধায় একটি মধুমাসে

সমরের গান। গেয়েছেন—রবীন মজুমদার

(৩)

ঐ শোন গাহিল কোয়েলা মধুর ছন্দে ছন্দে
পাপিয়া পিউ কাঁহা গায় গায়
পাপিয়া পিউ কাঁহা গায় গায়
সে যেন কহিল আমারে মধুর ছন্দে ছন্দে
রজনী চলিয়া যায়
রজনী চলিয়া যায়
তাই বলি ওগো প্রিয় থেক না গো দূরে আর
জীবনে এমনি রাতি আসে না যে বারে বার
যদি এলে কেন দূরে হায়
ব্যথা যদি থাকে কিছু আজি তারে ভুলে যাও
পরাণ পেয়ালা বঁধু মধুরসে ভরে নাও
রাখিও না হিয়ারে তৃষায়
ভাব কেন কাল কি হবে হবার যাহা হোক না সে
তুমি শুধু একটু আরো থাকো ওগো মোর পাশে
বেঁধে নাও বাহুর মালায়

লিলির গান। গেয়েছেন—উৎপলা সেন

(৪)

কেন আর সারা বেলা
বালু দিয়ে মিছে সাগর বেলায়
বাসর বাঁধার খেলা
কিছু তো রয় না সবই যে ফুরায়ে যায়
ঢেউগুলি তারে ভেঙ্গে দিতে চায়
বিনিময়ে শুধু রেখে যায় অবহেলা
হায়গো হৃদয় তবুও তো আশা রাখ
বেদনার মাঝে এত যে জাগিয়া থাক
ফেরে না তো খেয়া পথ চেয়ে রয় তীর
দুটী নয়নে শত শ্রাবণের নীর
অশ্রু সায়রে ভাসাই যে শুধু ভেলা।

সমরের গান। গেয়েছেন—রবীন মজুমদার

(৫)

আমার জীবন হ'তে হারিয়ে গেছে সব আশা
যেন পথ হারা ঝড়ের পাখী নাই বাসা
তাইতো আজি একলা ফিরি লক্ষ্যহীনের মত
দুই নয়ন হতে মিলিয়ে গেছে স্বপ্ন ছিল যত
যা'র ভাঙ্গলো ঝড়ে পাতায় ঘেরা সুখের নীড়
বল কেমন করে তুলবে সে আজ বীণায় মীড়
আজ মাথার পরে সুনীল আকাশ দেয় ছায়া
আর দিগন্তে ঐ কানন বীথি মিছেই
রচে যায় মায়া
সব নিভিয়ে দিয়ে আশার বাতি
ঝড়কে করে পথের সাথী
সীমা বিহীন বালুভূমি চলছি ভেঙ্গে ভেঙ্গে
হায় সব থাকিতে হল যে আজ মুসাফির
বল কেমন করে তুলবে আজ বীণায় মীড়।

সমরের গান। গেয়েছেন—রবীন মজুমদার

এ, কে, ডি প্রোডাকসনের

আগামী নিবেদন

অভিনব

রহস্যঘন

কৌতুক

চিত্র

ঠাকুরপো

প্রযোজনা :

এ, কে, ডি অর্গ্যানিজেসন

পরিচালনা : অজিত দত্ত • সঙ্গীত : জানকী দত্ত

—চরিত্রে—

ভানু বন্দ্যোঃ, জহর রায়, অনুপ, নবদ্বীপ, জীবেন
অজিত, ; সমীর, পশুপতি, আশু, তুলসী
জহর গাঙ্গুলী, শিশির বটব্যাল, বীরেন চট্টোঃ
প্রশান্ত কুমার, প্রীতি মজুমদার, রবিন ঘোষ
শিপ্রা, সাবিত্রী চট্টোঃ, সবিতা, রাজলক্ষ্মী

আঙ্ক পিকচার্সের পরিবেশনায়

আসন্ন মুক্তি পথে !

আঙ্ক পিক্‌চার্স এর পক্ষ হইতে শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।